আফ্রিকা সিরিজ

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

ফাতিমি সাম্রাজ্যের ইতিহাস

আফ্রিকা সিরিজ

ফাতিমি সাম্রাজ্যের ইতিহাস

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদক

যায়েদ আলতাফ

কালান্তর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২৪

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳৩৩০, US $18. UK £15

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-98964-1-8

Fatimi Samrajjer Etihas
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.facebook.com/kalantordk
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

অর্পণ

উম্মাহর সকল সন্তানকে। বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকার।

মহান রব্বুল আলামিনের কাছে তাঁর উত্তম নামসমূহ ও সমুচ্চ গুণাবলির অসিলায় আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন এই গ্রন্থটিকে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টিলাভের নিমিত্তে কবুল করেন।

পবিত্র কুরআনের বাণী—সুতরাং যে তাঁর মহান রবের সাক্ষাৎলাভের প্রত্যাশা করে, সে যেন নেককাজ করে এবং আপন প্রতিপালকের সঙ্গে কাউকে শরিক না করে। [সুরা কাহফ : ১১০]

—ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান রব্বুল আলামিনের জন্য। দুরুদ ও সালাম সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি এবং তাঁর মহান সাহাবি ও তাবি-তাবিয়িদের প্রতি। আল্লাহর রাসুলের ইনতিকালের পরে শিয়া-সুন্নি বিভাজন ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইয়াহুদিদের ঔরসে জন্ম নেওয়া শিয়া রাফিজি হলো ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর ও নিকৃষ্টতম ফিতনা।

ইয়ামেনের অধিবাসী মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনু সাবা ও তার অনুসারীদের প্রচেষ্টার দ্বারা এই ফিতনার সূচনা হয়। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল ধরানো এবং ইসলামের শিকড় কেটে ফেলা। আবদুল্লাহ ইবনু সাবা ছিল ইয়াহুদির সন্তান।

যেহেতু শিয়াদের জন্ম ইয়াহুদিদের ঔরসে, তাই তারা সূচনালগ্ন থেকেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ইয়াহুদি-খ্রিষ্টানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা বিভিন্ন সময় ইসলামি খিলাফত ধ্বংসের পায়তারা করেছে। উমাইয়া ও আব্বাসি খিলাফতের পতনের পেছনেও তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। উসমানি খিলাফতের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে।

এই গ্রন্থে আব্বাসি খিলাফতের সময় প্রতিষ্ঠা লাভ করা শিয়াদের ফাতিমি সাম্রাজ্যের ইতিহাস ও তাদের উত্থান-পতন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; যেটি হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে এবং খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীর শুরুর দিকে উত্তর আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এবং ২৯৭-৫৬৭ হিজরি—৯০৯-১১৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

এ সাম্রাজ্যের তিনটি রাজধানী ছিল। প্রথমে তিউনিসিয়ার মাহদিয়া শহর (৯০৯-৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ)। তারপর তিউনিসিয়ার কায়রাওয়ানের কাছে অবস্থিত আল মানসুরিয়া শহর (৯৪৮-৯৭৩) এবং সর্বশেষ মিসরের কায়রো (৯৭৩-১১৭১)।

উবায়দুল্লাহ মাহদির হাতে এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির হাতে এর পতন ঘটে। উবায়দুল্লাহ ছিল ফাতিমি সাম্রাজ্যের প্রথম শিয়া রাফিজি খলিফা। দ্বিতীয় শিয়া রাফিজি খলিফা ছিল আবুল কাসিম নাজ্জার ইবনু উবায়দুল্লাহ। তৃতীয় শিয়া রাফিজি খলিফা ছিল আল মানসুর বি-নাসরিল্লাহ। চতুর্থ শিয়া রাফিজি খলিফা ছিল আল মুয়িজ লি-দিনিল্লাহ।

ফাতিমিরা মূলত রাফিজি শিয়া সম্প্রদায়। তারা নিজেদের মুহাম্মাদ ﷺ-এর মেয়ে ফাতিমা রা.-এর বংশধর বলে দাবি করত। তবে এটা ছিল তাদের সম্পূর্ণ বানানো কথা।

শিয়াদের অনেক দল আছে। তন্মধ্যে শিয়া ইসনা আশারিয়া ও শিয়া ইসমাইলিয়া অন্যতম। ফাতিমি রাজবংশ ও শাসকশ্রেণি ছিল শিয়া ইসমাইলিয়ার অনুসারী। ইসমাইলিয়া ছাড়াও তাদের আরও অনেক উপাধি আছে। যেমন বাতিনিয়া।

ইয়ামেন ছিল শিয়া ইসমাইলি মতবাদ প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। এটি আব্বাসি খিলাফতের দৃষ্টি থেকে অনেক দূরে ছিল। এখানে তারা নিজেদের সশস্ত্র বাহিনী তৈরির কাজ করে। পরবর্তী সময়ে তারা দেখল যে, আফ্রিকা তাদের মতবাদ প্রচারের জন্য উর্বর ভূমি। তাই তারা সেখানে নিজেদের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং নিজেদের কয়েকজন প্রচারককে সেখানে পাঠায়।

তাদের অন্যতম হলো আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ি। এই শিয়ায়িই উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় ফাতিমি সাম্রাজ্যের মূল প্রতিষ্ঠাতা। সেখানে সে প্রথমে নিজেদের মজবুত ঘাঁটি তৈরি করে। পরবর্তী কালে সে শাম থেকে ইসমাইলি ইমাম উবায়দুল্লাহ মাহদিকে ডেকে নিয়ে আসে।

শিয়া রাফিজি বাতিনিদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের বিনাশ সাধন। সে জন্য তারা ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের সঙ্গেও হাত মেলাতে কুণ্ঠাবোধ করত না। তারা আফ্রিকার সাধারণ মানুষের মনে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের নামে ভ্রান্ত শিয়া আকিদা-বিশ্বাসের বীজ বপন করে এবং এ পথে আহলুস সুন্নাতের যেসব আলিম তাদের বাধা প্রদান করেন, তাঁদের ওপর তারা অত্যাচারের স্টিমরোলার চালায়। কাউকে বন্দি করে, কাউকে দেশান্তরিত করে, কাউকে হত্যা করে, আগুনে পুড়িয়ে মারে। আর কারও অর্থসম্পদ আত্মসাৎ করে।

আহলুস সুন্নাতের আলিমরা তাদের বিরুদ্ধে আমৃত্যু সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। বিতর্ক-বাহাস, জিহাদ থেকে শুরু করে সবরকমের উপায় ও পন্থা অবলম্বন করেছেন। মুসলিমদের অস্তিত্ব রক্ষায় তাঁরা বিপ্লবী ধ্যানধারনা-সম্পন্ন এক প্রজন্ম গড়ে তুলেছেন। অবশেষে মহাবীর সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ এবং সালাহুদ্দিন আইয়ুবির হাত ধরে তাঁদের সেই প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম সফলতার মুখ দেখে। তাঁরা বাতিনিদের মূলোৎপাটন করে ফাতিমি সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটান।

ফাতিমিরা কীভাবে আফ্রিকায় তাদের ঘাঁটি তৈরি এবং কীভাবে তারা পশ্চিম ও প্রাচ্য আরববিশ্ব জুড়ে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে এবং এর পতনই বা কীভাবে ঘটে, সেসব বিষয়ই আলোচিত হয়েছে বর্তমান বিশ্বের আলোচিত ইতিহাসবিদ ড. আলি মুহাম্মাদ

সাল্লাবির *আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়া* নামক গ্রন্থে। মূল বইটি আরবি ভাষায় রচিত।

অনুবাদের ক্ষেত্রে কিছু কবিতা বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পাঠ-সুবিধার্থে অতি প্রয়োজনীয় কিছু টীকা সংযোজন করা হয়েছে। স্থান ও ব্যক্তিদের নামের বিশুদ্ধতা যাচাই করা হয়েছে।

ইতিহাসের মতো তাত্ত্বিক বই অনুবাদের জন্য যে পরিমাণ সময় ও শ্রম দেওয়া প্রয়োজন, বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে আমি হয়তো তা দিতে পারিনি; সে কারণে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। তারপরও কালান্তরের প্রকাশক আবুল কালাম আজাদ ও সম্পাদকমণ্ডলি বইটিকে নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত করতে আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করেছেন। নিরলস শ্রম দিয়েছেন। আমি তাঁদের সবার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাঁদের ইমান, ইলম ও আমলে বরকত দান করুন।

কালান্তর থেকে প্রকাশিত হওয়া এটি আমার তৃতীয় অনূদিত গ্রন্থ। আশা করি অন্য দুটির মতো এ গ্রন্থটিও পাঠকদের ভালোবাসা ও সমাদর লাভ করবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের প্রচেষ্টা কবুল করুন।

যায়েদ আলতাফ
৯ জমাদিউস সানি ১৪৪৫
২২ ডিসেম্বর ২০২৩

সূচিপত্র

ভূমিকা # ১৫

প্রথম অধ্যায়

উত্তর আফ্রিকায় শিয়া রাষ্ট্র # ১৯

এক : শিয়া শব্দের পরিচয় ১৯
১ : শিয়া শব্দের পারিভাষিক অর্থ ২০
২ : রাফিজিদের পরিচয় ২১
৩ : 'রাফিজি' নামে নামকরণের কারণ ২২
৪ : শিয়া মতবাদের উত্থান ২৩
দুই : শিয়াদের গুরুত্বপূর্ণ দল-উপদলের পরিচয় ২৭
১ : নুসাইরি ২৮
২ : শিয়া ইসনা আশারিয়া ৩১
তিন : বর্তমানে শিয়া ইসনা আশারিয়ার কার্যক্রম ৩৬
চার : শিয়া-সুন্নিদের ঐক্য কী সম্ভব ৪০
পাঁচ : শায়খ মুসা জারুল্লাহর অভিজ্ঞতা ৪১
ছয় : শিয়া ইসমাইলি ৪৫
১ : উম্মাহর ওপর বাতিনি মতবাদের ভয়াবহতা ৪৬
২ : বাতিনিদের ভ্রান্ত আকিদা ৪৯
সাত : উত্তর আফ্রিকায় বাতিনি মতবাদের প্রচারক আবু আবদুল্লাহ শিয়ায়ি ৫০
আট : প্রথম শিয়া রাফিজি খলিফা উবায়দুল্লাহ মাহদি ৫৭
নয় : মাহদির ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা ৬০
১ : নাম ও গুণাবলি ৬০
২ : আবির্ভাবের স্থান ৬১
দশ : মাহদি সম্পর্কে বর্ণিত মুতাওয়াতির হাদিস ৬৩
এগারো : মাহদি-বিষয়ক হাদিস অস্বীকারকারী ও তাদের মত খণ্ডন ৬৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

উবায়দি সাম্রাজ্যের সঙ্গে উত্তর আফ্রিকাবাসীর বিরোধ # ৬৭

এক : ত্রিপোলিতে হাওয়ারাহ গোত্রের বিদ্রোহ ৬৭
দুই : বারকা অভিমুখে উবায়দিদের অভিযান ৬৯
তিন : উবায়দিদের বিরুদ্ধে বারকাবাসীর বিদ্রোহ ৭০
চার : উবায়দিদের বিরুদ্ধে আবু ইয়াজিদ খারিজির বিদ্রোহ ৭১
পাঁচ : দ্বিতীয় রাফিজি খলিফা কায়িম বি-আমরিল্লাহ আবুল কাসিম নাজ্জার ইবনু উবায়দুল্লাহ ৭৪
ছয় : উত্তর আফ্রিকার তৃতীয় শিয়া রাফিজি খলিফা আল মানসুর বিনাসরিল্লাহ আবু তাহির ইসমাইল ৭৫
সাত : আল মুয়িজ লি-দিনিল্লাহ আবু তামিম সাআদ ৭৬
আট : মুয়িজের মিসর সফর ৭৮
নয় : উত্তর আফ্রিকায় উবায়দিদের অপরাধসমূহ ৮০
১ : জুলুম-নির্যাতন ও ভিন্ন মতাদর্শের লোকদের দমন-পীড়ন ৮০
২ : উবায়দুল্লাহ মাহদির প্রশংসায় অতিরঞ্জন ৮১
৩ : সাহাবিদের গালিগালাজ ৮২
৪ : সুন্নি খলিফাদের নিদর্শনাবলি নিশ্চিহ্নকরণ ৮২
৫ : সমাবেশে নিষেধাজ্ঞা ৮২
৬ : আহলুস সুন্নাতের গ্রন্থাবলি নষ্ট করা ৮৩
৭ : মালিকি মাজহাবের ফাতওয়া নিষিদ্ধকরণ ৮৩
৮ : সুন্নি আলিমদের পাঠদান নিষিদ্ধকরণ ৮৪
৯ : নিজেদের মতাদর্শগ্রহণে বাধ্যকরণ ৮৪
১০ : শরিয়তের বিধান শিথিলকরণ ৮৫
১১ : শরিয়ত বিকৃতকরণ ৮৬
১২ : মসজিদে ঘোড়া প্রবেশ করানো ৮৭
দশ : উবায়দি ফিতনা মোকাবিলায় সুন্নি আলিমদের অবস্থান ও অনুসৃত পন্থাসমূহ ৮৮
এগারো : ইমাম আবু উসমান সায়িদ ইবনু হাদ্দাদের ঐতিহাসিক বিতর্ক ৯৪

তৃতীয় অধ্যায়

সানহাজি সাম্রাজ্য # ১০১

এক : আবুল ফুতুহ ইউসুফ ইবনু বুলুকিন জিরি ইবনু মুনাদ ইবনু মানকুশ সানহাজি ১০১
দুই : মুয়িজ ইবনু বাদিস সানহাজি ১০২

তিন : উত্তর আফ্রিকা অভিমুখে বনু হিলাল, বনু সালিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অভিযান ১০৬
চার : মুয়িজ ইবনু বাদিস ও আরব গোত্রসমূহের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ১১০
পাঁচ : মুয়িজের সন্তান ও দৌহিত্র ১১৪
১ : তামিম ইবনু মুয়িজ ১১৪
২ : ইয়াহইয়া ইবনু তামিম ইবনু মুয়িজ ইবনু বাদিস ১১৬
৩ : আমির আলি ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু তামিম ইবনু মুয়িজ ১১৮
৪ : আমির হাসান ইবনু আলি ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু তামিম ১১৯
ছয় : উত্তর আফ্রিকায় জিরি সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ১২২

চতুর্থ অধ্যায়

উবায়দি সাম্রাজ্যের পতন # ১২৫

এক : উবায়দি সাম্রাজ্যের পতন, বাতিনিদের ভীত নির্মূল এবং খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের পরাজয়ের কারণ ১২৫
দুই : সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদ ১৩২
তিন : জিনকি প্রশাসনের ইসলামি সাজে সজ্জিত হওয়া ১৪১
১ : বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিপূর্ণতা ১৪২
২ : একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত না নিয়ে শূরার পরামর্শগ্রহণ ১৪২
৩ : ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে জনসাধারণের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া ১৪৩
৪ : পারস্পরিক সহযোগিতা ও ইসলামের মহান ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ ১৪৪
৫ : সিরিয়া ও মিসর অঞ্চলে ঐক্যের সুবাতাস ১৪৪
৬ : সুলতান নুরুদ্দিন মাহমুদের ইনতিকাল ১৪৫
চার : মিসর থেকে উবায়দি সাম্রাজ্য উৎখাতকারী ও বায়তুল মাকদিস বিজেতা সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ১৪৬
১ : কাজি আল ফাজিল ১৫৭
২ : কাজি ফাজিলের ইনতিকাল ১৬২
৩ : মহান বিজেতা সুলতান সালাহুদ্দিনের ইনতিকাল ১৬২
৪ : সুলতান সালাহুদ্দিনের ব্যক্তিত্বের প্রধান দিকসমূহ ১৬৪
৫ : সালাহুদ্দিন আইয়ুবির বিয়োগে মর্মস্পর্শী শোকগাথা ১৭৩
৬ : সালাহুদ্দিনের মৃত্যুতে রচিত হৃদয়স্পর্শী কিছু চিঠি ১৭৫

সারসংক্ষেপ # ১৭৮

ভূমিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য ও ক্ষমা চাই। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের নাফসের অনিষ্ট ও পাপাচার থেকে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে হিদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> হে মুমিনরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]

তিনি আরও বলেন,

> হে মানুষেরা, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি এক ব্যক্তি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাঁর থেকে তাঁর স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাঁদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। ভয় করো তাঁকে, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাঞ্চা করো; আর সতর্ক থেকো আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। [সুরা নিসা : ১]

তিনি আরও বলেন,

> হে মুমিনরা, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো, তাহলে তিনি তোমাদের কাজ ত্রুটিমুক্ত এবং পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব : ৭১-৭২]

হামদ ও সানার পর, হে আমার রব, আপনার মহীয়ান সত্তা ও বিশাল সাম্রাজ্যের মর্যাদাতুল্য প্রশংসা। আপনার প্রশংসা যাবৎ-না আপনি সন্তুষ্ট হচ্ছেন। যখন আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান, তখনো আপনার প্রশংসা।

আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়্যা গ্রন্থটিতে মূলত ইতিহাসে ফাতিমি নামে পরিচিত উবায়দি রাফিজি সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের আলোচনা করা হয়েছে। মূলে তারা শিয়া ছিল বিধায় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিয়াদের বিভিন্ন দল-উপদল এবং উম্মাহর ধ্বংসসাধনে তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথাও তুলে ধরা হয়েছে।

সেই সঙ্গে উত্তর আফ্রিকায় বাতিনি সাম্রাজ্যের সফলতার কারণগুলো উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। রাফিজি ও আহলুস সুন্নাতের মধ্যকার দ্বন্দ্বের স্বরূপ স্পষ্টরূপে তুলে ধরা হয়েছে। সুন্নি মুসলিম তথা আহলুস সুন্নাতের বিরুদ্ধে রাফিজিদের বিভিন্ন অপকৌশল ও তা প্রতিরোধে আহলুস সুন্নাতের গৃহীত পদক্ষেপের কথা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

উবায়দি সাম্রাজ্য ধ্বংসে উত্তর আফ্রিকাবাসীর বিরাট আন্দোলন-সংগ্রাম এবং রাফিজিদের বিরুদ্ধে আহলুস সুন্নাতের অনুসারী আলিমদের অস্ত্রধারণ ও ইসলামি তালিম-তারবিয়াত তথা শিক্ষাদীক্ষা প্রচার-প্রসারে তাঁদের ভূমিকার কথাও সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

এমনিভাবে আহলুস সুন্নাতের মতাদর্শ প্রচার ও সমগ্র আফ্রিকা থেকে রাফিজিদের মূলোৎপাটনে সানহাজিদের ভূমিকার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। বিশেষ করে সানহাজি শাসক মুয়িজ ইবনু বাদিস সানহাজি ও তাঁর ছেলে তামিম ইবনু মুয়িজের যুগটি। মিসরের উবায়দি সাম্রাজ্যের সঙ্গে সানহাজি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সংঘর্ষ ও ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্লেষণ করা হয়েছে সানহাজি সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো নিয়ে।

পাঠকের সামনে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি সত্য তুলে ধরার জন্য মিসরে রাফিজি ও ইরাকে আহলুস সুন্নাতের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। সত্য কথা হলো, উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস উম্মাহর ইতিহাসেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফলে মিসর, হিজাজ, শাম, ইরাকসহ সমগ্র মুসলিম অঞ্চলে সংঘটিত দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ইতি ও নেতিবাচক ঘটনাবলির প্রভাব এখানেও পড়েছে। কাজেই মুসলিম জাতির ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা কোনো অংশের ইতিহাস বাদ দিয়ে কেবল অপর অংশের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারি না।

সেই সঙ্গে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে দুই মুসলিম মহাবীর নুরুদ্দিন মাহমুদ জিনকি ও সালাহুদ্দিন আইয়ুবির সংগ্রামী ও জিহাদি জীবনের কথা উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবনের মূল্য লক্ষ্য তথা হক প্রতিষ্ঠার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

আলিম-উলামা, মুহাদ্দিস ও দীনি ব্যক্তিবর্গ হকের প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ের লক্ষ্যে দীনমনস্ক

এক প্রজন্ম গড়ে তুলতে যে ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন, যে অবদান রেখে গেছেন, সেসবের কথাও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

পাশাপাশি বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ঘটনাবলির ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদানের মাধ্যমে সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতির ব্যাপারে আল্লাহর যে অপরিবর্তনীয় রীতিনীতি রয়েছে, সেগুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে আল্লাহর রীতিনীতি বোঝা ও সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের পদ্ধতির দিকে নির্দেশ করা হয়েছে। নিজেদের হারানো ঐতিহ্য ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারে আলিমদের নেতৃত্বদানের ভূমিকা পালনের গুরুত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়লাভের জন্য জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উপায়-উপকরণ গ্রহণের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করা হয়েছে।

জাতি গঠন ও রাষ্ট্র নির্মাণে পর্যায়ক্রম নীতি অনুসরণের গুরুত্বের কথা আলোচনা করা হয়েছে। সুমহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ঐশী জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ও সাধনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে—চাই তা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আচার-আখলাক, জ্ঞান ও সংগ্রাম-সাধনার ক্ষেত্রে হোক কিংবা সাধারণ জনগণের কুরআন-সুন্নাহ পালন ও নিষ্ঠার সঙ্গে কুরআন-সুন্নাহর আহ্বানে সাড়া দানের ক্ষেত্রে হোক।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটি একেবারে নতুন কিছু নয়। ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং প্রাচ্য আরবে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করেছে, সেগুলোই এখানে তুলে ধরা হয়েছে এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং এই প্রচেষ্টা ভালো কিছু হলে তা একমাত্র আল্লাহর তাওফিকেই। তবে আমি কোনো ভুল করে থাকলে এবং সে বিষয়ে অবগত হতে পারলে অবশ্যই তা শুধরে নেব। সমালোচনা, খণ্ডন, পর্যালোচনা ও দিকনির্দেশনা প্রদানের দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত রইল।

গ্রন্থটি রচনার মূল উদ্দেশ্য

১. এটি প্রমাণ করা যে, আমাদের আফ্রিকা অঞ্চলে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস ও কৃষ্টি-কালচার সুন্নি তথা রাসুল ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের ধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত; শিয়া ও খারিজি ধারার ওপর নয়।

২. বিভিন্ন রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি, রাষ্ট্রের উত্থান ও পতনের কারণ, সমগ্র বিশ্বজগতের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর কর্মরীতি এবং ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষেত্রে তাঁর রীতিনীতি জানার মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা।

৩. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে জানা, পরবর্তী প্রজন্মকে এর ওপর গড়ে তোলা, সেই সঙ্গে রাফিজিদের কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমাবিরোধী আকিদা-বিশ্বাসগুলোকে তাদের সামনে চিহ্নিত করে দেওয়া।

৪. ইসলামি ইতিহাসের কতিপয় মহান শাসকের পরিচয় তুলে ধরা। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় যেমন মুয়িজ ইবনু বাদিস ও তামিম ইবনু মুয়িজ, প্রাচ্য আরবে নুরুদ্দিন মাহমুদ ও সালাহুদ্দিন আইয়ুবি; যাতে এই প্রজন্মের মুসলিম—যারা আল্লাহর দীনকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়—তাঁদের মহান জীবনালোক থেকে সবিশেষ উপকৃত হতে পারে।

৫. বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাস ও সুষ্ঠু চিন্তা-গবেষণার ওপর রচিত গ্রন্থাদির মাধ্যমে ইসলামি গ্রন্থাগারগুলো সমৃদ্ধ করা, যাতে পাশ্চাত্য গবেষকদের রচিত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করা থেকে মুসলিম পাঠকরা বিরত থাকতে পারে। এসব বইয়ে তারা ইসলামবিরোধী এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাদের বিকৃত চিন্তাচেতনার বিষবাষ্প ছড়িয়েছে এবং প্রকৃত ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টা চালিয়েছে।

চারটি অধ্যায়ে গ্রন্থটি বিভক্ত করা হয়েছে :

প্রথম অধ্যায় : উত্তর আফ্রিকায় শিয়া রাষ্ট্র।

দ্বিতীয় অধ্যায় : উবায়দি সাম্রাজ্যের সঙ্গে উত্তর আফ্রিকাবাসীর বিরোধ

তৃতীয় অধ্যায় : সানহাজি সাম্রাজ্য

চতুর্থ অধ্যায় : উবায়দি সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

সবশেষে গ্রন্থের সারাংশ।

পরিশেষে আমি মহান আল্লাহর দরবারে প্রত্যাশা করি, একে যেন কেবল তাঁর সন্তুষ্টিলাভের আশায় কৃত একটি নেক আমল হিসেবে কবুল করেন। এর বর্ণে বর্ণে যেন আমাকে সাওয়াব দান করেন। একে যেন আমার নেক আমলনামায় তোলেন এবং আমার যে-সকল ভাই-বন্ধু গ্রন্থটিকে পূর্ণতায় পৌঁছাতে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছেন, তাঁদের উত্তম প্রতিদান দান করেন।

হে আল্লাহ, আপনার মহান সত্তা পবিত্র, সকল প্রশংসা আপনার জন্য, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমি তাওবা করছি এবং আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

পরিশেষে বলব, সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহর জন্য।

ড. আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আস-সাল্লাবি

প্রথম অধ্যায়

উত্তর আফ্রিকায় শিয়া রাষ্ট্র

এক. শিয়া শব্দের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ : আল্লামা জাওহারি রাহ. বলেন, شيعة الرجل অর্থ : ব্যক্তির অনুসারী ও সমর্থক। এ অর্থেই شَايَعَه বলা হয়। অর্থাৎ, সে তার অনুসরণ করল। যেমন الولى (বন্ধু) শব্দ থেকে وَالَاهُ বলা হয়। অর্থাৎ, সে তার বন্ধু হলো। تَشَيَّعَ الرَّجُلُ অর্থাৎ, সে শিয়া মতবাদ গ্রহণের দাবি করল। تَشَايَعَ الْقَوْمُ অর্থাৎ, লোকেরা শিয়া হলো।

শিয়া বলা হয়, প্রত্যেক এমন দল ও গোষ্ঠীকে, যারা সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যে একত্রিত হয়েছে এবং যাদের একাংশ অপর অংশের সিদ্ধান্ত মেনে চলে। পবিত্র কুরআনে এসেছে,

﴿كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ﴾

যেমন ইতিপূর্বে তাদের সতীর্থদের সঙ্গেও এরূপ করা হয়েছে। [সুরা সাবা : ৫৪]

অর্থাৎ, তাদের মতো পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সঙ্গে।[১]

মিসবাহুল মুনির অভিধানে এসেছে, শিয়া অর্থ অনুসারী, সহযোগী এবং প্রত্যেক এমন দল, যারা নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যে একত্রিত হয়েছে। পরবর্তীকালে শিয়া শব্দটি একটি বিশেষ দলের উপাধি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। شيعة শব্দের বহুবচন হচ্ছে اَلشِّيَعُ। যেমন سِدْرَةٌ শব্দের বহুবচন سِدَرٌ। اَلْأَشْيَاعُ শব্দটি হচ্ছে শিয়া শব্দের বহুবচনের বহুবচন। বলা হয়, شيعت رمضان بست من شوال (আমি রমজানের রোজা রাখার পরপরই শাওয়ালের ছয় রোজা রেখেছি।)

সুতরাং আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিয়া শব্দের অর্থ জাতি, সঙ্গী, অনুসারী ও

[১] আল্লামা জাওহারি কৃত *আস-সিহাহ* এবং *লিসানুল আরব* : شيع ধাতু।

সহযোগী। কুরআনের কিছু আয়াতে এ অর্থেই শিয়া শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ ۖ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾

সেখানে যখন তিনি নিজ ও শত্রুদলের দুজনকে লড়াই করতে দেখলেন, তখন নিজ দলের লোকটি শত্রু-দলের লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য চাইল। [সূরা কাসাস : ১৫]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾

অবশ্যই ইবরাহিম ছিলেন নুহের দলের একজন। [সূরা সাফফাত : ৮৩]

প্রথম আয়াতে الشيعة শব্দটি দ্বারা কওম বা জাতি উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় আয়াতে শিয়া শব্দটি দ্বারা এমন অনুসারীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা একই মত ও পথের অনুসারী।

১. শিয়া শব্দের পারিভাষিক অর্থ

পরিভাষায় শিয়া শব্দটির একটি স্বতন্ত্র অর্থ রয়েছে। এর দ্বারা এমন দলকে বোঝানো হয়, যারা মনে করে ইমামত বা নেতৃত্ব এমন কোনো বিষয় নয়, যার দিকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি দিতে হবে এবং কে ইমাম বা নেতা হবে, সেটা তারা নির্ধারণ করবে। বরং এটা হচ্ছে দীনের রুকন এবং ইসলামের ভিত্তি। কোনো নবির জন্য এ বিষয়ে অবহেলা করা বা জনগণের হাতে তা ছেড়ে যাওয়া বৈধ নয়। বরং তাঁর জন্য আবশ্যক তাদের ইমাম বা নেতা নির্ধারণ করে যাওয়া।[২]

আবুল হাসান আশআরি রাহ. শিয়াদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, তাদের এ কারণে শিয়া বলা হয় যে, তারা আলি রা.-এর অনুসারী এবং তাঁকে তারা আল্লাহর রাসুলের সমস্ত সাহাবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে।[৩]

ইবনু খালদুন বলেন, জেনে রেখো, শিয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ সাথি, অনুসারী। পূর্বাপর ফকিহ ও কালামশাস্ত্রবিদরা শব্দটি আলি রা. ও তাঁর বংশধরদের অনুসারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। শিয়ারা সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, ইমামত বা নেতৃত্ব

[২] *মুকাদ্দামায়ে ইবনু খালদুন* : ১৯৬-১৯৭।

[৩] *মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন* : ১/৬৫।

নির্বাচনের বিষয়টি সাধারণ মানুষের হাতে ন্যস্ত করার মতো কোনো বিষয় নয়। ইমামের জন্য আবশ্যক (তিনি ইমাম থাকাকালে) পরবর্তী উম্মতের ইমাম বা নেতা কে হবেন, তা নির্ধারণ করে যাওয়া; যিনি সগিরা-কবিরা সকল গুনাহ থেকে পবিত্র হবেন।

তারা বলে থাকে, নবিজি ﷺ-ও তাঁর ইন্তিকালের পর উম্মতের ইমাম বা নেতা হিসেবে আলি রা.-কে নির্ধারণ করে গেছেন।

এ দাবির সপক্ষে তারা অনেক হাদিস দিয়ে দলিল দিয়ে থাকে। তবে সেগুলোর অধিকাংশই মাওজু, জাল, ত্রুটিপূর্ণ সনদ কিংবা বিভ্রান্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ। এসব বর্ণনা সম্পর্কে হাদিস ও শরিয়তের শীর্ষ ইমামরা অবগত নন। নিজেদের মতাদর্শের আলোকে এগুলো তারা নিজেরাই বানিয়েছে এবং এগুলোর ব্যাখ্যাও তাদের মনগড়া।[৪]

২. রাফিজিদের পরিচয়

'রাফজ' শব্দের আভিধানিক অর্থ ত্যাগ করা, বর্জন করা, বাদ দেওয়া। এখান থেকেই 'রাফিজি' শব্দ এসেছে। অর্থ ত্যাগকারী, বর্জনকারী। ইমাম আসমায়ি রাহ. বলেন, তারা জায়েদ ইবনু আলি রা.-কে ত্যাগ করেছিল, এ কারণে তাদের রাফিজি বলা হয়।[৫] মোটকথা, রাফজ শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিত্যাগ করা, কোনো বস্তু থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া।

পরিভাষায় রাফিজি বলা হয় শিয়াদের একটি দলকে। কিন্তু তাদের রাফিজি বলা হয়, কারণ তারা জায়েদ ইবনু আলি রা.-কে পরিত্যাগ করেছিল।

আসমায়ি রাহ. বলেন, শিয়াদের এই দলটি জায়েদ ইবনু আলি রা.-এর হাতে বায়আত হয়ে বলল, আপনি দুই শায়খ (আবু বকর ও উমর রা.) থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করলে আমরা আপনার পক্ষে লড়াই করব। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, তাঁরা আমার নানাজির (মুহাম্মাদ ﷺ-এর) দুই প্রধান সাথি। উজির। কাজেই আমি তাঁদের থেকে নিজেকে সম্পর্কমুক্ত ঘোষণা করতে পারব না। এ কথা শুনে তারা তাঁকে পরিত্যাগ করল এবং অন্যদেরও তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে রাখল। এ কারণে তাদের নাম হয়ে যায় রাফিজি।[৬]

আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ বলেন, আমি আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাফিজি কারা? তিনি বললেন, যারা আবু বকর ও উমর রা.-কে গালিগালাজ ও ভর্ৎসনা করে।[৭]

---

[৪] *মুকাদ্দামায়ে ইবনু খালদুন* : ১৯৬-১৯৭।

[৫] *আস-সিহাহ, জাওহারি* : ২/১০৭৮; *লিসানুল আরব* : ৭/১৫৭।

[৬] *লিসানুল আরব* : ৭/১৫৭।

[৭] *মানাকিবুল ইমাম আহমাদ, ইবনুল জাওজি* : ১৬৫।